RAMAKRISHNA VIVEKANANDA MISSION
MODEL ANSWER FOR ANNUAL EXAM 2020
SUB-HISTORY
CLASS-IV

FULL MARKS-100

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করোঃ-

১.১ ১০ লক্ষ
১.২ গাছের ছাল
১.৩ খাদ্য সংগ্রাহক
১.৪ লিপি
১.৫ তামা
১.৬ লোহা
১.৭ লৌহ
১.৮ কৃতদাস
১.৯ এথেন্স
১.১০ নদী
১.১১ কার্থেজ
১.১২ মিথ্র
১.১৩ সাধারণতন্ত্র
১.১৪ মগধ
১.১৫ সমুদ্রগুপ্ত
১.১৬ স্পার্টাকাস
১.১৭ গ্রীসের
১.১৮ জ্ঞানী
১.১৯ কবীর
১.২০ বৈষ্ণব

২. নিচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাওঃ-

২.১ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।
২.২ শিখদের ধর্মগ্রন্থের নাম গ্রন্থসাহেব।
২.৩ পঞ্চশীল নীতি প্রবর্তন করেন গৌতম বুদ্ধ।
২.৪ কনফুসিয়াস চীন দেশের মহাপুরুষ ছিলেন।
২.৫ গুপ্ত শাসন স্কন্দগুপ্ত হুনদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন।
২.৬ হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের রাজা ছিলেন।
২.৭ বেহিস্থান লিপি তৈরি করান দরায়ুস ।
২.৮ ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা পুরু আলেকজান্ডারের সঙ্গে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন।
২.৯ বেদের প্রাচীনতম অংশ ঋকবেদ।
২.১০ আর্যদের বায়ুর দেবতার নাম মরুত।
২.১১ আর্যাবর্ত বলতে উত্তর ভারতকে বোঝানো হয়।

২.১২ ভারতের গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের রাজ্যে পার্শিরা বসবাস করেন।

২.১৩ মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার আগে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে ব্যবসা - বাণিজ্য চলত।

২.১৪ তামা ও টিন ধাতু মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি হয়।

২.১৫ গরু মোষ ও উৎপন্ন ফসল রাখার জন্য খামার তৈরি করা হয়।

২.১৬ আদিম যুগে মানুষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পশুরা।

২.১৭ গ্রীস দেশের অধিবাসীদের গ্রিক বলা হয়।

২.১৮ ভার্জিল -এর লেখা গ্রন্থের নাম 'ইনিড'।

২.১৯ আর্যদের বাসভূমি আরিয়ানা শব্দ থেকে ইরান নামটি এসেছে।

২.২০ আর্য সমাজের মূল ভিত্তি ছিল পরিবার।

৩. শূন্যস্থান পূরণ করোঃ-

৩.১ কৃষিকাজ

৩.২ আইন-কানুন

৩.৩ ক্রীতদাস

৩.৪ হিটাইটদের

৩.৫ গোষ্ঠীর নেতা

৩.৬ ধনী ও গরিব

৩.৭ বংশানুক্রমিক

৩.৮ রাজতন্ত্র

৩.৯ ভূমধ্যসাগর

৩.১০ পসাইডন

৩.১১ ইটালি

৩.১২ মেইগাস

৩.১৩ সপ্তসিন্ধু

৩.১৪ গুটিপোকা

৩.১৫ বেদ

৩.১৬ নগর রাষ্ট্র

৩.১৭ আগস্থাস

৩.১৮ ছাব্বিশ

৩.১৯ এক ঈশ্বর

৩.২০ প্রেম ও শান্তি

৪. 'ক'- স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখঃ-

'ক'- স্তম্ভ	'খ'- স্তম্ভ
৪.১ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব	g. স্বামী বিবেকানন্দ
৪.২ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়	j. হর্ষবর্ধন
৪.৩ নবরত্ন	a. শঙ্কু
৪.৪ চীন	i. কুষাণ
৪.৫ আহুর মাজদা	h. সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় ঈশ্বর
৪.৬ কৃষ্ণ দেবতা	b. হওম

৪.৭ ধর্ম বিজয় — f. অশোক

৪.৮ লাটিয়াম প্রদেশ — d. ঈনিয়েস

৪.৯ মৌর্য বংশ — e. বিন্দুসার

৪.১০ রামানন্দ — c. কবীর

৫ সঠিক বাক্যটির পাশে 'সত্য' ও ভুল বাক্যের পাশে 'মিথ্যা' লেখঃ-

৫.১ মিথ্যা

৫.২ সত্য

৫.৩ সত্য

৫.৪ মিথ্যা

৫.৫ মিথ্যা

৫.৬ মিথ্যা

৫.৭ সত্য

৫.৮ মিথ্যা

৫.৯ সত্য

৫.১০ সত্য

৬. নিচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দাওঃ-

৬.১ লোহার ব্যবহারের ফলে মানবসমাজে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। লোহার ব্যবহার মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা তৈরি করে। যা থেকেই সমাজে সৃষ্টি হয় ধনী ও গরিবের বিভাজন। শস্যের বিনিময়ে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হলো, তখন বেশ কিছু পরিবার ও ব্যক্তি নদীর তীরের ভালো ভালো জমি ও গবাদিপশু নিজেদের করে নিল। ভালো জমিতে ফসল বেশি উৎপাদিত হলো, -তাই এরা হলো ধনী। আর যারা ভালো জমি না থাকায় বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারল না, তারা হলো গরিব।

ধনীরা অর্থের জোরে কারিগরদের দিয়ে লোহার চাষের যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করালো। অস্ত্র আছে বলে সবাই তাদের ভয় পেতে লাগলো। অস্ত্র এবং অর্থ– দুইয়ের জোরেই এরা হলো ক্ষমতাবান।

ধনীরা নিজেরা কোন কাজ করত না। দাস এবং অন্যান্যদের দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়ে নিজেরা তাদের পরিশ্রমের সুফলটুকু ভোগ করতে লাগলো। তারা হয়ে উঠল বিলাসী। সমাজের সব ক্ষমতা তারাই দখল করে নিল।

অন্যদিকে চাষী, কারিগর, ক্রীতদাস প্রভৃতি গরিব মানুষদের নিজের বলতে কিছুই রইল না। তারা ধনীদের হয়ে কাজ করে কোনরকমে দিন কাটাতে লাগলো।

৬.২ যে গ্রন্থ থেকে আমরা আর্যদের সমাজ জীবন ও ধর্মচর্চার কথা জানতে পারি তার নাম বেদ। বেদ হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। 'বেদ' শব্দটি এসেছে 'বিদ' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'জ্ঞান'। বেদ প্রথমে লিখিত ছিল না শুনে শুনে বেদ মনে রাখতে হতো। গুরু শিষ্য পরম্পরায় এইভাবে শুনে শুনে মনে রাখতে হতো বলে বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। বেদকে 'নিত্য' ও 'অপৌরুষেয়' ও বলা হয়।

বেদ চারটি– ঋক, সাম, যজু, অথর্ব। চার বেদের মধ্যে ঋকবেদ হলো সবচেয়ে পুরনো। ১০২৮ টি শ্লোক সম্বলিত ঋকবেদ রচিত হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে। সামবেদেও অনেক স্তোত্র আছে। এগুলি যজ্ঞের সময় সুর করে গাওয়া হতো। যজুর্বেদে আছে যাগযজ্ঞের নানা মন্ত্র। অথর্ববেদে সৃষ্টি রহস্য, চিকিৎসাবিদ্যা, ওনানা বশীকরণ মন্ত্রাদি স্থান পেয়েছে।

আর্য সমাজে মেয়েদের স্থান ছিল খুব উঁচুতে। সংসার কর্ত্রী ছিলেন তাঁরাই। ছেলেদের মত তাঁরাও লেখাপড়া শিখতেন। অনেকে শাস্ত্র ও পড়তেন। লেখাপড়ায় খুব নামও করেছিলেন অনেকে। এঁদের মধ্যে গার্গী, অপলা, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা প্রমুখের নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

৬.৩ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে প্রচলিত বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বেশ কিছু নতুন ধর্ম মতের উদ্ভব ঘটে– এগুলি প্রতিবাদী ধর্ম নামে পরিচিত। এই ধর্মমত গুলি হল জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম। এই নতুন ধর্মমত গুলির উদ্ভবের কারণ গুলি হল–

i: বৈদিক যুগের শেষ দিকে ভারতে আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ তথা পুরোহিতদের প্রভাব খুব বেড়ে যায়। দেশে জাতিভেদ প্রথা সে সময় খুব কঠোর হয়ে ওঠে। তাই সামাজিক প্রাধান্য লাভের জন্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররা এক নতুন ধর্মমতের সন্ধান করতে থাকে।

ii: গো-সম্পদই ছিল সেই সময় সম্পদের মাপকাঠি। কিন্তু পুজো ও যজ্ঞের নামে অজস্র পশুবলি দেওয়া হচ্ছিল। এছাড়াও অকারণে নিরীহ পশুদের হত্যা অনেকেরই ভালো লাগত না। তাই তারা পূজা পার্বণ, যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে নতুন ধর্মমতে সন্ধান করতে থাকে– যা পূরণ করে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম।

বুদ্ধদেবের মতে জগত দুঃখময়, জন্মগ্রহণ করিলে জাগতিক দুঃখভোগ করতেই হবে। তাই দুঃখ যাতে না আসে সেই জন্য মানুষকে বুদ্ধদেব আটটি পথ অনুসরণ করতে বলেছিলেন, এই আটটি পথই অষ্টাঙ্গিকমার্গ নামে পরিচিত। সেগুলি হল– সৎচিন্তা, সৎবাক্য, সৎকর্ম, সৎসংকল্প, সৎজীবন, সৎচেষ্টা, সৎস্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

৬.৪ মধ্যযুগের বাংলাদেশের নবদ্বীপে মহামানবের জন্ম হয় তিনি শ্রীচৈতন্য নামে পরিচিত। তিনি জাতিভেদ বা ধর্মভেদ মানতেন না। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম। এই ধর্মে উচ্চ নীচ বা ধনী-দরিদ্র কোন ভেদাভেদ নেই সবাই সমান। তোমার ধর্মের মূল কথা হলো প্রেম বা ভালোবাসা। এই প্রেম মানবপ্রেম আবার ঈশ্বর প্রেম। ভক্তিতেই হলো মুক্তি এবং ভগবান হলেন ভক্তের, এ কথা বারবার তিনি বলেছেন। তবে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, মানুষকে বাদ দিয়ে কোন ভক্তি থাকতে পারে না। মানুষকে ভালবাসতেন বলেই তিনি বলেছেন, কৃষ্ণ নাম যে কেউ নিতে পারে, তা তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন। চৈতন্যদেবের কথায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে হিন্দু-মুসলিম তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সকলকে অকাতরে প্রেম বিলিয়ে দেবার কথা তাঁর মতে বাংলাদেশে আর কেউ বলতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। আজও তাঁর পরিচিত প্রেমের ঠাকুর নামে।